Sanatan Dharma

অট্টহাস সতীপীঠ

অট্টহাস সতীপীঠ এর মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গের পূর্ববর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার নিরোল গ্রাম পঞ্চায়েতে দক্ষিণডিহি নামক
গ্রামে ঈশানি নদীর (স্থানীয়ভাবে কান্দর নদী নামে পরিচিত) তীরে, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি এবং গাছের সাথে বনের মাঝে অবস্থিত।
মাতা সতীর নীচের ঠোঁটটি পড়েছিল বলে জানা যায়। বিশ্বেশভৈরব অট্টহাস সতীপীঠ এর ভৈরব। এখানে পঞ্চমুন্ডির আসন এবং
মহাকালিকা দেবী অবস্থিত । এই শক্তিপীঠ এর প্রকৃতির সৌন্দর্য অনন্য। অট্টহাস শক্তিপীঠ হিন্দুদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় স্থান।
মন্দিরের আধ্যাত্মিক পরিবেশ ভক্তদের হৃদয় ও মনে শান্তি প্রদান করে।
এই স্থান জঙ্গল হয়ে ওঠে।তখন এ স্থানের নাম ছিল খুলারামপুর বা তুলারামপুর।পরবর্তীতে এই গ্রামের নাম দক্ষিণডিহি হয়।এই গ্রামে
কিছু কৃষক বাস করত।তারা মাঠে চাষবাদ করত। ঈশানি নদীর ধারে অবস্থিত এ স্থান ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। দিনের বেলাতেও ওখানে
কেউ যেতে না। একদিন কৃষকরা চাষ করতে গিয়ে এক সাধুবাবাকে জঙ্গলে ধ্যানমগ্ন দেখতে পায়। গ্রামের লোকেরা কৌতূহলী হয়ে
দলবদ্ধভাবে তার কাছে যায় ও তাকে প্রণাম করেন।সাধুবাবা এখানে যজ্ঞ করেন।যজ্ঞ শেষে তিনি যজ্ঞস্থানে একটি ত্রিশূল পুঁতে দিয়ে
অদৃশ্য হয়ে যান।চলে যাবার আগে বলেন, এটি একটি সতীপীঠ।
এখানে দেবীর দন্তুরা চামুণ্ডা মূর্তি ।এখানে দেবীকে অধরেশ্বরী নামে পূজা করা হয়।এখানে আছে এক প্রাচীন শিলামূর্তি।এই দেবী শক্তি
, শক্তির দেবী আদি শক্তির সম্পূর্ণ অবতার, তিনটি প্রধান প্রকাশ রয়েছে, দুর্গা, শক্তি ও বীরত্বের দেবী, মহাকালী হিসাবে, অশুভ ধ্বংসের
দেবী। এবং দেবী গৌরী হিসাবে, কল্যাণের দেবী।
জঙ্গলঘেরা নিরিবিলি পরিবেশে এখানে- গাছে গাছে বিভিন্ন রঙের প্রজাপতি, ফড়িং, পাখি দেখা যায়। এখানে রাতের বেলা প্যাঁচার ডাক
ও প্রহরে প্রহরে শেয়ালের ডাক শোনা যায়। যা এখানকার পরিবেশে আলাদা এক অনুভব সৃষ্টিকরে। অট্টহাস সতীপীঠ শুধুমাত্র স্বর্গীয়
আবাস নয়, অনেক সুন্দর বন্য পাখির আবাসস্থল হিসেবেও বিখ্যাত। প্রতি বছর, এই জায়গাটিতে দুই হাজারেরও বেশি এশিয়ান ওপেন
বিল স্টর্ক, ফল খাওয়া বাদুড় এবং দুর্দান্ত প্রজাপতির দ্বারা পরিদর্শন করা হয়। এই কারণেই আত্তাহাস প্রতি বছর প্রচুর পরিবেশবাদী এবং
বীরপ্রদর্শকদের আকর্ষণ করে, বিশেষ করে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে।
অট্টহাস সতীপীঠ এ তাদের বাৎসরিক মেলা অনেক আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সাথে উদযাপন করে। রঙ সর্বত্র বিস্তৃত এবং সেখানে
মেলা হয় যেখানে গ্রামের প্রবীণরা মন্দিরের সাথে সম্পর্কিত অলৌকিক ঘটনাগুলির গল্প বলে।
মন্দিরে সঞ্চালিত কোন বিশেষ বিশেষ আচার নেই, তবে ভোর ও সন্ধ্যায় প্রতিদিনের শিল্পকর্ম বাধ্যতামূলক। এছাড়াও সারা বছর ধরে বেশ
কিছু যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। নবরাত্রির উত্সব - যা দুর্গাপূজার সাথে মিলে যায় - এখানে প্রচুর উত্সাহের সাথে উদযাপিত হয়। নবরাত্রির নয়টি
দিন বিভিন্ন বিশেষ পূজা ও যজ্ঞের সাথে থাকে।

Published on: Mar, 21 2023 11:26